আলোর ফুল

আলোর ফুল

মাহমুদাতুর রহমান

নাশাত

আলোর ফুল
মাহমুদাতুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯
নাশাত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
স্বত্ব : সংরক্ষিত

বিনিময় : ১৮০ (একশ আশি) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ

আমার আব্বা মাওলানা হাদিউল ইসলাম রহ.-
বেঁচে থাকলে আজ যিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন।
এবং আমার মেঝো ভাইয়া আবু সাঈদ মাহবুব রহ.-
আমার হৃদয়ে প্রথম যিনি সাহিত্য-স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন।

***

হে আল্লাহ, তুমি তাদের কবরকে জান্নাতের অংশ বানিয়ে দাও
এবং তাদেরকে তোমার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আমিন।

শাইখুল হাদিস আল্লামা এহসানুল হক সন্দ্বীপীর

অভিমত ও দোয়া

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

আমার স্নেহের পুত্রবধূ মাহমুদাতুর রহমানের শিশু-কিশোর উপযোগী গল্প সংকলন ‘আলোর ফুল’ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। প্রিয় পুত্র মাওলানা মাছুমের সাথে যখন বৌমার বিবাহের কথা হচ্ছিল তখন আমি একটি মুবারক স্বপ্ন দেখে এর ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, বৌমা আমার পরিবারে জ্ঞানচর্চা এবং সম্মানের সওগাত বয়ে আনবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমার সে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করেছেন।

আমি ‘আলোর ফুল’-এর বিষয়বস্তু এবং কয়েকটি গল্প শুনেছি। প্রতিটি গল্পে যথেষ্ট আমানতদারী এবং দীনি মেজাজের ছাপ ফুটে উঠেছে। কিশোর-উপযোগী করে লেখা হলেও সাহাবা, তাবেয়িন এবং পুণ্যবান আসলাফের কাহিনিসম্বলিত এই বইটি সব পাঠকের উপযোগী হবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা তার এই মুবারক খেদমত কবুল করুন এবং তার প্রতিটি কাজ-কর্মে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের নুর দান করুন। আমিন।

মাওলানা এহসানুল হক
ফিরোজশাহ কলোনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
পহেলা রমযানুল মুবারক ১৪৩০

বাংলাভাষায় ইসলামি সাহিত্য-সাংবাদিকতার পথিকৃৎ,
মাসিক মদীনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান-এর

বাণী ও দোয়া

বাংলা ভাষায় ইসলামি ভাবধারার লেখালেখিতে শিশু-কিশোরদের উপযোগী বই-পুস্তকের অভাব অত্যন্ত প্রকট। আমরা আমাদের শিশুদের হাতে তুলে দিতে পারি এমন বই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ শিশু-কিশোরদের উন্নত মানস গঠনের জন্য ভালো বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন।

আধুনিক আরবি ও উর্দু ভাষায় এ ধরনের বই-পুস্তক অনেক পাওয়া যায়। অপরদিকে আমাদের দেশে এমন সাহিত্যের ছড়াছড়ি, যেগুলো পাঠ করে শিশুমনে কোনো মহৎ ধারণা সৃষ্টি হয় না। নাস্তিকতার পাশাপাশি চরিত্রহীনতা শিক্ষারই বাহন এইসব বই-পুস্তক।

আমি দেখে আনন্দ বোধ করছি যে, নিতান্ত স্নেহভাজন মাহমুদাতুর রহমান শিশু-কিশোরদের জন্য উন্নত ও আদর্শের বাহন বই লেখায় হাত দিয়েছেন। স্নেহের মাহমুদা এখন মা হয়েছেন। দায়িত্বশীল মায়ের মন নিয়ে শিশুদের ইসলামি মানস গঠনের লক্ষ্যে প্রকাশিত হচ্ছে তার প্রথম বই 'আলোর ফুল'।

আমি এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা তাকে আরও অধিকতর কাজ করার তাওফিক দান করুন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক, মাসিক মদিনা
২৩-০৭-০৯ ইং

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শিশু-কিশোর উপযোগী গল্প-সংকলন 'আলোর ফুল' অবশেষে আলোর মুখ দেখল এজন্য আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে পেশ করছি সিজদায়ে শোকর।

আমাদের শিশুদের জীবন আমাদের কাছে আমানতস্বরূপ। ওদের শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি সুষ্ঠু-সুন্দর মানসিকতা ও ইসলামি ভাবধারায় পরিপুষ্ট চেতনার বিকাশ ঘটানোও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ-সমাজটাকে আমরা কেমন দেখতে চাই ও কেমন আশা করি তা নির্ভর করছে আজকে আমাদের শিশুদেরকে প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষার উপর। ওদেরকে আজ আমরা যে শিক্ষা দেব, ওদের হৃদয়ের শ্যামল যমিনে যে চেতনা ও বিশ্বাসের বীজ বপন করব ভবিষ্যতে তাই তাদের জীবনে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে এবং সে চেতনা ও বোধ-বিশ্বাসের আলোকেই তারা আশপাশের সমাজ-পরিবেশকে গড়তে চেষ্টা করবে।

শিশুদের মানসিক উন্নতি ও চেতনা বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য বড় মাধ্যম হলো শিশুসাহিত্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের বাংলা শিশুসাহিত্যের সিংহভাগ জুড়েই বাঘ-শিয়াল আর ভূতের গল্পের ছড়াছড়ি। এ ছাড়াও আছে সায়েন্স ফিকশন ও গোয়েন্দা কাহিনির নামে কিছু অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পকাহিনি। এসব পড়ে শিশুরা সাময়িক আনন্দ ও বিনোদন লাভ করে ঠিকই, তবে এতে তাদের চেতনায় ভালো কোনো প্রভাব পড়ে না। অসার ও অবাস্তব কল্পকাহিনিতে তাদের মন-মস্তিস্ক ও মেধা কলুষিত হয়ে যায়।

এর বিপরীতে জীবনগঠনমূলক ও ইসলামি চেতনার ভালো ও সৃজনশীল শিশুতোষ বইয়ের সংখ্যা অনেক কম। নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। অথচ শৈশবের এই পবিত্রতম সময়ে তাদের হাতে আমাদের এমন ধরনের গল্প-কাহিনি তুলে দেওয়া উচিত ছিল,যা তাদেরকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি শাণিত চেতনা এবং পরিশীলিত ও মার্জিত বোধ-বিশ্বাসের অধিকারী করে গড়ে তুলবে। মূলত এই পবিত্র চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই 'আলোর ফুল' নামে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

লেখালেখির ক্ষেত্রে আমি নবীন। তার উপর শিশুসাহিত্য- সে আরও কঠিন ও দুরূহ কাজ; যার কারণে পূর্ণ মনোযোগ সত্ত্বেও নানা ভুলভ্রান্তি ও অসঙ্গতি হয়তো রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনে দিকনির্দেশনা প্রত্যাশা করছি।

লেখালেখির ক্ষেত্রে আজকের এই অবস্থানে উত্তরণে আমি যাদের কাছে একান্তভাবে ঋণী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন আমার শ্রদ্ধেয় মামা মাওলানা নাজমুল হক। লেখালেখির একেবারে শুরুতে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে বলতে গেলে

তিনি এবং মেঝো ভাইয়া আবু সাঈদ মাহবুব রাহ. আমার সাহিত্য-প্রতিভাকে লালন করেছিলেন। আজ এই মুহূর্তে তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

যে মহান ব্যক্তিত্বের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও মূল্যায়ন আমাকে লেখালেখি অব্যাহত রাখতে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিকূলতার বাধাকে শিথিল করে দিয়েছে, তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্য-সাংবাদিকতার পথিকৃৎ, মাসিক মদিনার সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় খান দাদাজি হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। তার যে অপরিমেয় স্নেহ ও সুদৃষ্টি আমি পেয়েছি তা আমার ক্ষুদ্র কলম ও জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। আল্লাহ তায়ালা তার ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘ করুন এবং আমাকে তার সস্নেহ দানের যোগ্যরূপে গড়ে উঠার তাওফিক দান করুন।

'আলোর ফুল' সংকলনের শুরু থেকে প্রতিটি ধাপে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী মুফতি মুহাম্মাদ মাছুম এবং শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়া মুফতি হেমায়াতুল ইসলাম। তাদের অফুরন্ত উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতার পল্লবিত সোনালি ফসল 'আলোর ফুল'। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদেরকে আমি খাটো করতে চাই না।

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন ও প্রেরণা যুগিয়েছেন মুর্শিদতুল্য প্রিয় বড় ভাই মাওলানা ফখরুল ইসলাম সাহেব, মেঝো ভাইয়া মাওলানা মাযহারুল ইসলাম, বড় ভাইয়া মাওলানা মুহাম্মাদ এনায়াতুল্লাহ এবং আদরের ছোট ভাই হেদায়াত- তাদের ভালোবাসার ঋণ কখনও শোধ হওয়ার নয়। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

প্রথম বই প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে আমার আম্মা হাফিজা খাতুনকে, যার সযত্ন-সস্নেহ তারবিয়াতের ফলস্বরূপ আজকে আমি কলম ধরতে পারছি। এবং যার পবিত্র নেক দোয়া আমার জীবন চলার পথে প্রেরণা ও পাথেয়। আল্লাহ আমাকে, 'আলোর ফুল'কে, আমার দুটি সন্তানকে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন।

'আলোর ফুলের' আলোকিত পরশে যদি একটি শিশুরও চেতনা আলোকিত হয়, কোনো একটি শিশুরও সুন্দর জীবন ও মনন গঠনে সামান্যতম ভূমিকা রাখে তবে নিজের শ্রমকে সার্থক ভাবব।

ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

মাহমুদাতুর রহমান
গফরগাঁও, মোমেনশাহী, বাংলাদেশ।
২৭-০৮-২০০৯ ইং

মুনাজাত

ফোটাও আমার মনের কলি তোমার ভালোবাসাতে
রাঙিয়ে দাও হৃদয় আমার নিত্য-নতুন আশাতে।

মনেতে দাও চিরমধুর মমতা
দাও সবারে ভালোবাসার ক্ষমতা
রয় না যেন হৃদয়ে মোর এতটুকু দীনতা
দাও মুছায়ে এই মনেতে সব কিছু মোর হীনতা।

দুঃখ যখন আসবে তখন বল দিও এই বুকেতে
তোমায় যেন ভুলে না যাই তোমার দেওয়া সুখেতে।

নিত্য যাদের ক্ষুধার অন্ন মেলে না
যে অভাজন একটুও সুখ পেল না
শক্তি দিও বন্ধু হয়ে তাদের দুঃখ ঘুচাতে
(শক্তি) দাও আমারে এই দু-হাতে তাদের অশ্রু মুছাতে।

তোমায় যদি ভুলি তবু আমায় তুমি ভুলো না
শাস্তি দিও ভুল ভাঙাতে- স্নেহের বাঁধন খুলো না

—আহসান হাবীব

সূচিপত্র

কে সে জন? : ১৫
আলোর ফুল : ১৯
প্রাণের চেয়ে প্রিয় : ২২
জান্নাতের পথিক : ২৭
সোনালি ভোর : ৩১
বীর কিশোরী শহিদ হিরা : ৩৫
আহাদ! আহাদ! : ৪১
সোনার মানুষ (১) : ৪৫
সোনার মানুষ (২) : ৪৯
বিশ্বাসের দীপ্তশিখা : ৫৪
ঘোড়ার মূল্য : ৫৮
তিনটি অভিযোগ : ৬০
অনুপম মহত্ত্ব : ৬৪
বালক তাপস : ৬৭
তিন ভাইয়ের গল্প : ৭০
আটটি শিক্ষা : ৭৩
এতিম বালক থেকে বিচারপতি : ৭৮
রহমতের ফেরেশতা : ৮২
মহাকবি শেখ সাদি : ৮৬
এক বস্তা মাটি : ৯২
স্বর্ণের ফর্মুলা : ৯৫
হৃদয়ের দাগ : ৯৮
আল্লাহ্ যা করেন কল্যাণের জন্য করেন : ১০১
আত্মত্যাগের কাহিনি : ১০৪
এক ভন্ড নবীর কথা : ১০৭

কে সে জন?

প্রতিদিন ভোর হয়।

অরুণিমারাঙা সূর্য পুবের আকাশে হেসে ওঠে।

বায়ু বয়।

ফুল ফোটে।

পাখি কিচিরমিচির করে।

ডানায় বাহারি রঙ নিয়ে প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়।

কখনও খাঁ খাঁ রোদে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

আবার কখনও শান্তির পশলা নিয়ে আকাশ থেকে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে।

ঊষর প্রকৃতি আবার সজীব হয়ে হেসে ওঠে।

গাছে গাছে নতুন কুঁড়ি উঁকি দেয়।

ফুল আসে।

ফল আসে।

নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার ঝরে যায়।

মাটিতে পড়া সামান্য একটি বীজ থেকে অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে।

সেই অঙ্কুর ধীরে ধীরে বড় হয়।

এক সময় পরিণত হয় বিশাল মহীরুহে।

কোথাও মরুভূমি।

যতদূর চোখ যায় কেবল চিকচিকে সাদা বালির ঢেউ চোখে পড়ে।

কোথাও গহীন অরণ্য দিগন্তপ্রসারী সবুজের রেখা এঁকে চলে।

কোথাও পর্বতশ্রেণি মৌন উদাস দাঁড়িয়ে থাকে।

কোথাও অথৈ সাগর ঢেউয়ের ঝুঁটি মাথায় অন্তহীন বিস্তার নিয়ে জেগে থাকে।

মাথার উপর গাঢ় নীল আকাশ।

মাঝেমধ্যে কোথা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ধেয়ে আসে।

কোনোটার রঙ সাদা, কোনোটার রঙ লাল, কোনোটার রঙ কালো, আবার কোনোটার রঙ খয়েরি-লাল।

দিন-রাতের মধ্যেই কত বিবর্তন!

সকালের শান্ত প্রকৃতি দুপুরের খররৌদ্রে উন্মত্ততায় নেচে ওঠে।

বিকালে তার তেজ ম্লান হয়ে আসে।

আবার সন্ধ্যায় সব কিছু আঁধারের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়।

আকাশে তারা ফোটে।

একটি তারা... দুটি তারা... লক্ষ তারা...

ক্রমে তারার মিছিলে আকাশের চাঁদোয়া ঢেকে যায়।

আবার কোনোদিন চাঁদ ওঠে।

তার বুক থেকে রুপালি জোছনা ঝরে পড়ে।

একটি মানুষ হাসে-খেলে, কথা বলে, আনন্দ করে।

হঠাৎ একদিন সেই হাসি-খুশি মানুষটিই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে যায়।

হাসে না, খেলে না, কথা বলে না।

নীরব... চুপচাপ ...

কেমন করে হয় এসব?

এত রঙ-রূপ, এত বৈচিত্র্য, এত নিত্য-বিবর্তন কার আদেশে ঘটে?

একটি বালক সারাক্ষণ কেবল এসব ভাবে।

ভাবে... অনেক ভাবে..., কিন্তু কোনো কূল-কিনারা করতে পারে না।

আশপাশের মানুষ, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সে এ সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসা করেছে।

উত্তরে তারা তাদের হাতে গড়া মূর্তিদের দেখিয়ে দিয়েছে। বলেছে, এসব মূর্তিই নাকি তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা!

এগুলোই নাকি দুনিয়ার সব সৃষ্টি করেছে!

এগুলোর নির্দেশেই নাকি চাঁদ-সূর্য আলো ছড়ায়, বাতাস বয়, ফুল ফোটে!

বালক এসব কথা মোটেই বিশ্বাস করেনি।

যেসব মূর্তি নিজেরাই চলাফেরা করতে পারে না, খেতে পারে না, কথা বলতে পারে না, নিজেদের শরীর থেকে মশা-মাছিটা পর্যন্ত তাড়াতে পারে না, তাদের কী ক্ষমতা আছে?

যারা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না, তারা কী করে সমগ্র সৃষ্টিকে রক্ষা করবে? এর চেয়ে বড় হাসির কথা আর কী হতে পারে?

কিন্তু কে তবে সৃষ্টিকর্তা? কে সে মহান রব?

বালক রাতের আকাশে তারা ফুটতে দেখল। এক.. দুই.. তিন... করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর জোনাকির মতো সেগুলো সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল।

বালক ভাবল হ্যাঁ পেয়েছি। এগুলোই সম্ভবত আমার রব। কত দূর থেকে কত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে! কত উজ্জ্বল আর কত জ্যোতির্ময়!'

কিন্তু ভোর হতে না হতেই সব তারা ডুবে গেল। সাথে সাথে বালকের সব স্বপ্নও ভেঙে গেল।

সে ভাবল, 'ওগুলো কি সত্যিই প্রভু! তবে ডুবে গেল কেন? নিশ্চয় এরা প্রভু নয়। প্রভু অন্য কেউ।'

তারপর বালক একদিন আকাশে চাঁদ দেখে ভাবল, 'নিশ্চয় এটা আমার প্রভু! তারাদের চেয়ে এটা কত শতগুণ বেশি উজ্জ্বল! আর কত মায়াবী তার জোছনা!'

কিন্তু সকাল হওয়ার সাথে সাথে তার আলো ম্লান হয়ে গেল। তারপর একসময় বিশাল আকাশে তলিয়ে গেল।

বালক ভাবল, 'না! এটাও আমার রব নয়। নিশ্চয় আমার রব অন্য কেউ! এটা আমার রব হলে কখনও তার আলো মলিন হতো না।

তারপর সকালে পুবের আকাশ রাঙা করে সোনার থালার মতো সূর্য উঠল। অফুরন্ত আলোর বন্যায় চারদিক ভেসে গেল। মাঠ-ঘাট থেকে শুরু করে ঘরের কোণ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল।

বালক ভাবল, 'নিশ্চয় এটা আমার প্রভু! চাঁদ থেকে এটা আরও কত উজ্জ্বল! কত দীপ্তিময়! আকারে কত বড়!'

কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই সেই সূর্যও আবির ছড়িয়ে পশ্চিম আকাশে ডুবে গেল। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এবার বালকের মন নিরাশায় ভরে গেল।

সাথে সাথে তার মনে নতুন আলোর পরশ লাগল, সে বুঝতে পারল, আকাশ, বাতাস, চাঁদ, তারা, সূর্য এগুলোর কোনোটাই মানুষের রব নয়।

প্রভু একজন আছেন। আকাশ-বাতাস, পাহাড়-সাগর সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় না। আড়ালে থেকে রঙে রূপে তিনি তার সৃষ্টিকে সর্বদা সাজিয়ে তুলছেন।

তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

তিনি অনুপম।

তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত।

তিনি চিরকাল আছেন, চিরদিন থাকবেন।

তার কোনো শরিক নেই।

তিনি মহাপরাক্রমশালী।

তিনি আল্লাহ, তিনি মহান।

আলোর ফুল

আইয়ামে জাহেলিয়াত।

চারদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার।

দলাপাকানো জমাট-বাধা অন্ধকার।

আলোর সোনালি সুরুজটা দিগন্তে মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকেছে সেই কবে! তারপর থেকেই চারদিকে শুরু হয়েছে অন্ধকারের রাজত্ব।

অন্ধকার বাসা বেধেছে মানুষের মনে, মানুষের বিশ্বাসের ঘরের মণিকোঠায়।

তারা ভুলে গেছে আল্লাহর পরিচয়।

লিপ্ত হয়েছে পাথর ও মূর্তিপূজায়।

চরম নিষ্ঠুরতায় তারা পিষে ফেলেছে ভালোবাসার ফুল-পাপড়িগুলো।

পারস্পরিক সম্প্রীতির বাঁধনের রশিটি তারা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে স্বার্থপরতার ছুরির ধারাল ফলায়। শয়তানকে বানিয়েছে ওদের দিশারি।

ওদের এসব দেখে দেখে সূর্যটাও যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

ক্ষীণ হয়ে গেছে তার জ্যোতি।

মলিন হয়ে গেছে চাঁদের জোছনা।

বিলীন হয়ে গেছে তারার আলো।

আলোকসন্ধানী মানুষেরা হন্যে হয়ে ছুটছে আলোর সন্ধানে।

একবিন্দু আলোর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে সবাই।

আলো! আলো!! আলো!!!

কিন্তু কোথায় আলো!

আলোর সন্ধানে সকলেই যখন ব্যর্থ পরিশ্রান্ত, তখন সবাইকে চমকে দিয়ে আরবের ঊষর মরুতে একটি আলোর ফুল ফুটল।

মুহূর্তে সব অন্ধকার দূরে পালিয়ে গেল।

পৃথিবী হেসে উঠল।

অফুরন্ত আলোর বন্যায় চারদিক ভেসে গেল।

মানুষেরা সঠিক পথ খুঁজে পেল।

তারা আল্লাহকে চিনতে পারল।

ভালোবাসার দলিত-মথিত ফুল-পাপড়িগুলো আবার সজীব হয়ে হেসে উঠল।

সূর্য নতুন তেজে আলো ছড়াল।

চাঁদ-তারা হেসে উঠল।

অন্ধকারের লেশমাত্র কোথাও বাকি রইল না।

আলোর ফুলের পরশে চারদিক আলোকিত ও সুন্দর হয়ে উঠল।

বন্ধুরা! তোমরা জানো কে এই আলোর ফুল?!

জানো এই আলোর ফুলের পরিচয়?! জানো!

এই আলোর ফুল হলেন আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আলোর ফুল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমার তোমার সকলের প্রিয়-
আঁধারে আলোর ফুল।
মুহাম্মাদ রাসুল।
দুনিয়াটা যখন ডোবে আঁধারে
আরবের মরুপাথারে
তখনি আসেন তিনি।
মানবের কল্যাণে ব্যাকুল-
আমার তোমার সকলের প্রিয়
মুহাম্মাদ রাসুল।
সবারে ডাকেন খোদার পথে
সফলতার পথে শান্তির পথে
যে পথে নেই ভুল।
আমার তোমার সকলের প্রিয়
মুহাম্মাদ রাসুল।
মানুষ যখন খোদারে ভুলে
পূজা করে সবাই মিলে

হাতে গড়া মূর্তি-প্রতিমারে
তখনি আসেন তিনি-
তাওহিদের বুলবুল-
আমার তোমার সকলের প্রিয়
মুহাম্মাদ রাসুল
মিথ্যারা যায় সত্যরা আসে।
দুনিয়াজুড়ে ভালোরা হাসে
অপূর্ব অপরূপ অতুল।
আমার তোমার সকলের প্রিয়
মুহাম্মাদ রাসুল।